ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ১৬৭-১৮৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4211

১৯৫৬ সালের সংবিধান এবং ঢাকার দৈনিক পত্রিকা

ড. এ. এস. এম. মোহসীন
সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), ডিপার্টমেন্ট অব বেসিক সায়েন্সেস এণ্ড হিউম্যানিটিজ,
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

Abstract: On March 23, 1956, Pakistan's first constitution came into force. The Constitution stated that the government would be federal and that Pakistan would be an Islamic Republic. The provinces were rendered weaker than the centre by this Constitution. Daily newspapers in Dhaka responded to the Constitution not on the basis of its merits but rather because of their own political beliefs. While some newspapers were critical of the Constitution, others were in favour of it. The paper's objective is to evaluate the response of Dhaka's daily newspapers to Pakistan's first constitution. The *Ittefaq*, the *Azad*, the *Sangbad*, the *Pakistan Observer*, the *Morning News*, the *Millat*, the *Ittehad*, the *Insaf* and other daily newspapers have all been considered in this article.

Key Words: Constitution, Federal Government, Provincial Autonomy.

১. ভূমিকা

ভৌগোলিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে বর্তমান বাংলাদেশ ছিল এর একটি অংশ (তৎকালীন পূর্ব বাংলা - ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত)। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করার জন্য একটি আইন পাশ হয়। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয়। নতুন সংবিধানে পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশ এক ইউনিট হিসেবে এবং পূর্ব বাংলা প্রদেশ "পূর্ব পাকিস্তান" নামে দ্বিতীয় ইউনিট হিসেবে অভিহিত হয়।[১] পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে দুই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কোনো সুষম পদক্ষেপ নেননি। এ সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের সমর্থনের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে তিনি পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃত্ব পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করতে থাকে। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহর মৃত্যুর পর প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দুর্বলতার সুযোগে রক্ষণশীল নেতারা তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাত বছর ক্ষমতায় থেকেও মুসলিম লীগ একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নানা মেরুকরণ ঘটে। মুসলিম লীগ ও এর ছাত্র সংগঠনের পরিবর্তে

নতুন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হলেও নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের ষড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐক্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির নয় বছর পর ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলেও পূর্ব বাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসনসহ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সমতা বিধান ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনের দাবিকে অস্বীকার করা হয়। এ সম্পূর্ণ সময় পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার মোহ ইতিহাসের গতিধারাকে আরও অস্বাভাবিক দিকে প্রবাহিত করে। এই কলুষিত রাজনীতি ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রণীত সংবিধানকে ঘিরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা মূল্যায়ন, পত্রিকাসমূহে জনমতের প্রতিফলন ও জনমত গঠনে এদের ভূমিকা নির্ধারণ, ১৯৫৬ সালের সংবিধান সম্পর্কিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণ, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণের নিজস্ব অভিমত, যুক্তিতর্ক নিরীক্ষা করে ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ এবং রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ সাধনে তৎকালীন পূর্ব বাংলার গণমাধ্যমের অন্যতম অংশ হিসেবে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের অবস্থান স্পষ্ট করাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২. যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস

ঐতিহাসিক গবেষণার উৎস হিসেবে সংবাদপত্র ব্যবহৃত হলেও সরাসরি সংবাদপত্রের অবস্থান পর্যালোচনা করে গবেষণা সম্পন্ন করার হার তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষত ১৯৬০ এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে পূর্ণতা অর্জন করে সেটির পটভূমি হিসেবে ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে ঘিরে বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহ কী ভূমিকা পালন করেছে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পাদিত গবেষণার ক্ষেত্রে শূন্যতা রয়েছে। ১৯৫৬ সালের সংবিধান নিয়ে ঢাকার সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মোঃ এমরান জাহান রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২)। ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে ১৯৪৭-৭১ সময়কালে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ও জনমত সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। একইভাবে সুব্রত শংকর ধর রচিত *বাংলাদেশের সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫) গ্রন্থে লেখক পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম রচিত

সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩) গ্রন্থে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মোঃ এমরান জাহানের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য গ্রন্থগুলোতে ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রসঙ্গ তেমন জোরালোভাবে আলোচনায় আসেনি।

বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতি, যেখানে আলোচ্য দৈনিক পত্রিকা, অন্যান্য সরকারি দলিল-দস্তাবেজ প্রাথমিক এবং বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধটির তিনটি অংশ: প্রথম অংশে ১৯৫৬ সালের সংবিধান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ১৯৫০ এর দশকে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের রাজনৈতিক আদর্শ এবং তৃতীয় অংশে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সময়ের ধারাবাহিকতা মেনে করা হয়েছে।

৩. ১৯৫৬ সালের সংবিধান

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ১৯৪৭-৫৪ সাল পর্যন্ত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হয়েও সংবিধান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি। পরবর্তীতে বিভাজিত যুক্তফ্রন্ট বিশেষত কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি) পূর্ব বাংলা থেকে সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তানের সংবিধান সভার ভাষণে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্রের চরিত্র ও কাঠামো সম্পর্কে বলেন,

> You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed-that has nothing to do with the business of the State.[২]

কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে যেসব পক্ষ ও রাজনীতিবিদ সক্রিয় ছিলেন, তাদের প্রচেষ্টাকে জিন্নাহ নিজেই রোধ করতে পারেননি। পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়ন করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে “আদর্শ প্রস্তাব”-এর আলোকে সংবিধান রচনার কিছু নীতিমালা গৃহীত হয়। এসব নীতিমালায় পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল লক্ষণীয়। এর আলোকে গঠিত হয় ২৪ সদস্য বিশিষ্ট মূলনীতি নির্ধারক কমিটি। পাশাপাশি গণপরিষদে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করা হয়। অসম্পূর্ণ এই রিপোর্টটি পূর্ব বাংলায় ব্যাপক সমালোচিত হয়। রিপোর্টটি গণপরিষদ থেকে প্রত্যাহার করা হলেও ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর সংবিধানের খসড়া প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের মাধ্যমে গণপরিষদে পেশ করা হয়। মূলনীতি কমিটির মাধ্যমে গৃহীত এই খসড়াটিও পূর্ব বাংলার জনগণের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী কিছু সংযোজন ও

বিয়োজনের মাধ্যমে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে কিছু পরিবর্তন আনেন যা ১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয়। এতে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করা হয় এবং সংসদকে সার্বভৌম ঘোষণা করা হয়। ফলে ক্ষুব্ধ গভর্নর জেনারেল গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন, গঠিত হয় দ্বিতীয় গণপরিষদ। ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই দ্বিতীয় গণপরিষদের অধিবেশনের আগে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট সংবিধান প্রশ্নে একটি আপোশ ফর্মুলা প্রস্তুত করে। এই দুই দলের মধ্যে কেন্দ্রে কোয়ালিশন গঠন করার পাশাপাশি সংবিধানে যুক্ত নির্বাচন, অধিক স্বায়ত্তশাসন ও দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য কমানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩]

কেন্দ্রে বিভিন্ন পরিবর্তনের পাশাপাশি পূর্ব বাংলার রাজনীতিতেও এ সময় নানা মেরুকরণ ঘটে। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের সাফল্য মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখেনি। তারা নবগঠিত সরকারকে উৎখাত করার বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে একের পর এক বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এছাড়া সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব বাংলার শিল্প এলাকাগুলোতে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে অভিযোগ করা হয় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ। এ সময় ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে উপস্থিত হতে করাচি গেলে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সাংবাদিক জন. পি. কালাহান ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ২৩ মে সেটি বিকৃত করে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। ফজলুল হক পূর্ব বাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া উচিত বলে দাবি করলেও কালাহান লেখেন যে, “East Bengal wished to become an Independent State… independence will be one of the first things to be taken up by Ministry.”।[৪] অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ২৯ মে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে গভর্নরের শাসন জারি করে এবং কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মির্জা নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পান। পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দী ও এ. কে. ফজলুল হকের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন তৈরি হয়। আওয়ামী লীগের ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করে। অপরদিকে ফজলুল হক জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে নিজেদের মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ সালের জুন মাসে কেএসপি'র আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দেয়। এই সরকারের মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রক্ষার্থে ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলিম লীগকে দেওয়া কৃষক শ্রমিক পার্টির দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল– পাকিস্তান গণপরিষদে পাশ করার জন্য পেশ করা খসড়া সংবিধান দলটি সমর্থন করবে এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত যৌথ নির্বাচনি ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থন করবে না।[৫]

খসড়া সংবিধানে পাকিস্তানকে "ইসলামি প্রজাতন্ত্র" হিসেবে ঘোষণা করাকে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করে। তবে কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধান পাশ করিয়ে নেয় যা ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। বলা হয় পাকিস্তান হবে ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে ইসলামি নীতি ও আল্লাহর দেওয়া বিধানের আলোকে দেশ পরিচালিত হবে। ফলে সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণতা পায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে উপেক্ষা করে কেন্দ্র ও প্রদেশের মাঝে এমনভাবে ক্ষমতা বন্টন করা হয় যেন সিংহভাগ আর্থিক বরাদ্দ কেন্দ্রের হাতে চলে যায়। কৃষিভূমির মত এমন সব উপাদান প্রদেশের হাতে রাখা হয় যেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের আয় বেশি এবং পূর্ব বাংলার আয় কম। প্রদেশের হাতে যে রাজস্ব উৎস রাখা হয় তার তালিকা ছিল দীর্ঘ কিন্তু তা থেকে আয় ছিল কম। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানেই রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়।[৬] পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেল সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে প্রকৃতপক্ষেই ক্ষমতা কাঠামোর ভেতরে নিয়ে আসা। কিন্তু আর্থিকভাবে পূর্ব বাংলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি প্রশাসনিকভাবেও প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে সংকুচিত করা হয়। সংবিধানে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হলো এটি নিশ্চিত করা যে প্রতিটি প্রদেশের সরকার সংবিধানের বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ফলে কেন্দ্রের হাতে অপরিমেয় দায়িত্ব চলে আসে।[৭] এভাবে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রদেশকে কেন্দ্রের অধীন করে রাখা হয় এবং ফেডারেল সরকারের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত করে রাখা হয়।

৪. ১৯৫০ এর দশকে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের রাজনৈতিক আদর্শ

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময় বিশেষত ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি ঢাকার উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকা ছিল *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *ইনসাফ*, *সংবাদ*, *মিল্লাত*, *মর্নিং নিউজ*, *পাকিস্তান অবজারভার* ও *ইত্তেহাদ* (ভাসানী)। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫০ এর দশক জুড়েই জনমত গঠনে সংবাদপত্রসমূহ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। যদিও রেডিও এবং টেলিভিশনের মত গণমাধ্যম জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে কিন্তু তৎকালীন সময়ে বর্তমানকালের মত বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও ছিল না। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা রেডিও টেলিভিশনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানপন্থি। বিপরীতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই ছিল বেসরকারি মালিকানাধীন যাদের প্রকাশিত সংবাদ মালিক পক্ষের রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে।

৪.১ *ইত্তেফাক*

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে ভূমিকা পালনকারী পত্রিকাটি হলো *ইত্তেফাক*। প্রথমে এটি সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকার পত্রিকাগুলো কোনো না কোনো ভাবে মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত

ছিল। ফলে মওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* বের করেন। মওলানা ভাসানীর পর ইয়ার মোহাম্মদ খান, আবু জাফর শামসুদ্দীন ও মুজাফ্‌ফর আহমদ পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটির নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের দফতর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে তিনি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৯-৫১ সালের মধ্যে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* তিনবার বন্ধ হয়। চতুর্থ পর্যায়ে ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি।[৮] এ সময় এর সার্কুলেশন ছিল প্রায় ৪০ হাজার। অবশেষে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাটির মালিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মানিক মিয়া। ফলে ভাসানীর সাথে পত্রিকাটির আর কোনো সম্পর্ক থাকেনি। সোহরাওয়ার্দীর অনুসারি মানিক মিয়া *ইত্তেফাক*-কে সোহরাওয়ার্দীপন্থি করে তোলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরবর্তী পর্যায়েও *ইত্তেফাক* অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ফলে *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করা হয় এবং মানিক মিয়াও বহুবার কারাবরণ করেন। সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির উদ্দেশ্যে *ইত্তেফাক*-এর "রাজনৈতিক হালচাল" ও পরবর্তী সময়ে "মঞ্চে নেপথ্যে" উপ-সম্পাদকীয় কলামে "মোসাফির" ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতে থাকেন মানিক মিয়া। "রাজনৈতিক মঞ্চ" বা "মিঠেকড়া" উপ-সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে রাজনীতির কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হতো।[৯]

৪.২ *আজাদ*

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর মওলানা আকরম খাঁর সার্বিক পরিচালনা ও সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা হিসেবে *আজাদ* আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা রাখা। পত্রিকাটি "আজাদের আত্মনিবেদন" শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয়তেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে, "... তিন কোটি মুছলমানের সত্যিকার সেবা ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে দৈনিক আজাদ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম।"[১০] *আজাদ* প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং এতে মুসলিম ভাবাদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পত্রিকাটিতে দীর্ঘ সময় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আবুল কালাম শামসুদ্দীন মন্তব্য করেন, "বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে বসে এ কথা না বললে সম্ভবত বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে আজাদ থেকেই বাংলার মুসলিম দৈনিকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।"[১১] *আজাদ* ছাপা হতো ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে এবং মুদ্রিত হতো মোহাম্মদী প্রেস থেকে। কলকাতা থেকে *আজাদ*-এর

সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। এতে উল্লেখ করা হয়, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় *আজাদ*-এর প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে এর একটি প্রভাব পাওয়া যায়।

৪.৩ *ইনসাফ*

ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর মালিকানায় এবং মহীউদ্দীন আহমেদ এর সম্পাদনায় ১৯৫০ সালের জুনের মাঝামাঝি ১৩৭ বংশাল রোডের বলিয়াদী প্রিন্টিং প্রেস থেকে বের হয় *ইনসাফ*। পাকিস্তান আমলে প্রগতিশীল সাংবাদিকতার সাথে জড়িত অনেকেই *ইনসাফ* পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কে. জি. মোস্তফা, এ. বি. এম. মুসা, মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। তবে পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় অনেকেই *ইনসাফ* ছেড়ে চলে যায় এবং পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[১২]

৪.৪ *সংবাদ*

১৯৫১ সালের ১৭ মে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *সংবাদ*। তখন এর সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবীর যিনি নির্দলীয় স্বাধীন মতের কাগজ বের করার লক্ষ্যে *সংবাদ*-এর সাথে যুক্ত হন। পত্রিকাটির মালিক ছিলেন কুমিল্লার ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দীন আহমদ। তিনি *জিন্দেগী* পত্রিকার স্বত্ব কিনে নতুন আঙ্গিকে পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তার ছোট ভাই নাসিরউদ্দীন আহমদ ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক ও সাধারণ সম্পাদক। ঢাকার প্রায় সব প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক প্রথমিক পর্যায়ে *সংবাদ*-এ যোগদান করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, কে. জি. মোস্তাফা, জহুর হোসেন চৌধুরী এবং আরও অনেকে। জনবল আর লেখনীর বিচারে *সংবাদ* ছিল তৎকালীন সময়ে ঢাকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ পত্রিকা। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পত্রিকাটি আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সম্পাদক খায়রুল কবীরের মধ্যস্থতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পত্রিকাটি কিনে নেয়। ঠিক হয় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পত্রিকাটি পরিচালিত হবে যার সদস্য থাকবেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন এবং দিনাজপুরের মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল্লাহ হেল বাকী। কিন্তু লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর নিহত হওয়ার পর ট্রাস্ট গঠন করা সম্ভব হয়নি। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন পত্রিকাটির পরিচালনার দায়িত্ব নেন। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে মুসলিম লীগের সমর্থক এবং ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। নির্বাচনের পর পত্রিকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আসেন আহমেদুল কবীর। খায়রুল কবীর সম্পাদকের চাকুরি ছেড়ে ব্যাংকার হিসেবে কাজ শুরু করলে সম্পাদক হয়ে আসেন জহুর হোসেন চৌধুরী। নির্বাচন পরবর্তী মুক্তিপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা কর্মী যাদের ঢাকায় আশ্রয় ছিল না, তারা *সংবাদ* এর কক্ষে বা ছাদে দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন। এ পর্যায়ে পত্রিকাটির মালিকানা আবারও

পরিবর্তিত হয়। ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় কোম্পানি – "দি সংবাদ লিমিটেড"। নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন আহমেদুল কবীর ও নাসিরউদ্দীন আহমদ। জহুর হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ নুরুদ্দীন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক। সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য। এ সময় *সংবাদ* পুনরায় তার নীতি পরিবর্তন করে। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে *সংবাদ* ভাসানী তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে অবস্থান নেয়। ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হওয়ার পর সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদুল কবীর ন্যাপে যোগদান করেন।[১৩]

৪.৫ *মিল্লাত*

১৯৫২ সালের জুন মাসে *মিল্লাত* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুসলিম লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) এবং সম্পাদক ছিলেন কলকাতাস্থ *ইত্তেফাক*-এর সাবেক বার্তা সম্পাদক মোহাম্মাদ মোদাব্বের। মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, সিকান্দার আবু জাফর, আহমেদুর রহমান, সিরাজুদ্দীন হোসেন, সানউল্লাহ নূরী, কামাল লোহানী, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রমুখ অনেক বিখ্যাত সাংবাদিক *মিল্লাত*-এ কাজ করেছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের সাথে মোহন মিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তিনি মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার হন। এ সময় তিনি মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলে পত্রিকাটির নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে।[১৪] নুরুল আমীনের বিরোধী হওয়ায় *মিল্লাত* ভাষা আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করে। এ পর্যায়ে মোহন মিয়া কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করায় পত্রিকাটি ১৯৫৬ সালের সংবিধানের সমর্থক হয়ে ওঠে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে পত্রিকাটি বামপন্থি আদর্শকে সমর্থন করে। তবে ১৯৫৮ সালের আগেই পত্রিকাটির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় মানিক মিয়ার কাছে ফলে পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির পর *মিল্লাত*-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৫]

৪.৬ *মর্নিং নিউজ*

ঢাকার নওয়াব পরিবারের খাজা নূরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় ১৯৪২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *মর্নিং নিউজ*। তিনি ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীনের আত্মীয়। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রহমান সিদ্দিকী। *মর্নিং নিউজ* মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির সমর্থনে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৪৯ সালের ২০ মার্চ পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। কলকাতায় দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও ঢাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসেবে বের হয়। তবে ঐ বছরের ২৫ ডিসেম্বর থেকে দৈনিক হিসেবে বের হতে শুরু করে।[১৬] *মর্নিং নিউজ* একমাত্র পত্রিকা যেটি পাকিস্তান আমল জুড়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই বাংলা ভাষা, বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

বিরোধী অবস্থান নিয়ে সবকিছুকেই হিন্দুয়ানি আখ্যায়িত করে বিষোদ্‌গার অব্যাহত রাখে। ফলে *মর্নিং নিউজ* বিভিন্ন সময় জনতার রুদ্ররোষের শিকারে পরিণত হয়।

৪.৭ *পাকিস্তান অবজারভার*

মুসলিম লীগ দলীয় রাজনীতিক, আইনজীবী ও প্রাদেশিক মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী রাজনীতিতে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা বিবেচনা করে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের আগে ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ *পাকিস্তান অবজারভার* প্রকাশিত হয়। হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়ায় পত্রিকাটির নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে *পাকিস্তান অবজারভার* ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পত্রিকাটি সরকারের বিরাগভাজন হয়। টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের কিছুদিন পর হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসেন। এ সময় পূর্ব বাংলার প্রধান পত্রিকাগুলো মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়ায় *পাকিস্তান অবজারভার* মুসলিম লীগ বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে এবং এর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* নিষিদ্ধ হয়। আবদুস সালাম এবং হামিদুল হক চৌধুরী যুক্তফ্রন্টের হয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন। ফলে ১৯৫৪ সালের ৯ মে থেকে *পাকিস্তান অবজারভার*-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার অফিস রাজনীতিবিদদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ফলে এ পর্যায়ে পত্রিকাটি হয়ে ওঠে কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থক। কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে ফজলুল হক এবং হামিদুল হক। *পাকিস্তান অবজারভার* এ সময় আওয়ামী লীগ বিরোধী ভূমিকা নেয় যা সমগ্র ১৯৬০ এর দশক জুড়েই অব্যাহত থাকে।[১৭]

৪.৮ *ইত্তেহাদ (ভাসানী)*

১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর পরিচালনায় এবং কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের সম্পাদনায় *ইত্তেহাদ* প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ ইদ্রিস ছিলেন ভাসানীর অনুগত। ফলে পত্রিকাটি ছিল ভাসানীর সমর্থক এবং এর সংবাদ প্রকাশের ধরন ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। প্রতিষ্ঠার সাত বছর পর আর্থিক সংকটে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৮]

৫. ১৯৫৬ সালের সংবিধান ও ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের ভূমিকা

৫.১ *ইত্তেফাক*

ঢাকার পত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ প্রকটভাবে উপস্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করার সময়। আওয়ামী ভাবধারার

পত্রিকা হিসেবে *ইত্তেফাক* পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিবর্তনমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থা গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলায় ৯২(ক) ধারা জারি এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিবাদে *ইত্তেফাক* সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করে "অদ্যকার সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হইল না"।[১৯] খসড়া সংবিধান প্রণয়নের অনেক আগে থেকেই *ইত্তেফাক*-এর সাথে মুসলিম লীগ ও এর সমর্থক পত্রিকা *আজাদ* এর বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মত জননিরাপত্তা আইনের অধীনে *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশনা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়। পত্রিকাটি পুনরায় ১৯৫৪ সালের ২ নভেম্বর নতুন কলেবরে প্রকাশিত হয়। ঐ দিন তফাজ্জল হোসেন *ইত্তেফাক* বন্ধের পেছনে মুসলিম লীগ ও *আজাদ* পত্রিকাকে দায়ী করে "রাজনৈতিক মঞ্চ" কলামে লেখেন:

> আমরা ২০ সেপ্টেম্বরের 'ইত্তেফাকে' ক্ষমতালোভীদের মুখপত্র 'আজাদের' পূর্বেকার ভূমিকা উহার পৃষ্ঠা হইতেই উদ্ধৃত করি। ...ওয়ার্নিং না দিয়া আকস্মিকভাবে ইত্তেফাক বন্ধ করা হইল। আমরা যে মতবাদ পোষণ করি– দেশের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের যে মতবাদ রহিয়াছে, উহার কোথাও অসারতা থাকিলে তার জবাব লীগ দলীয় পত্রিকাগুলি বা লীগ মোড়লরা দিতে পারিতেন। কিন্তু যেহেতু বিশ্বাসঘাতকতার কোন জওয়াব হয়না, তাই আমাদের নিক্ষেপ করা হইয়াছিল অন্ধকারের মধ্যে।[২০]

১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাট রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলনে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে সংগঠনের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সংগঠনটি হয়ে ওঠে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র। বিষয়টিকে অভিনন্দন জানায় *ইত্তেফাক*। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নকালে পূর্ব বাংলার স্বার্থ বিরোধী বিষয়গুলোর তীব্র বিরোধিতা করে *ইত্তেফাক* অসংখ্য সংবাদ ও সম্পাদকীয় ছাপতে শুরু করে। আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি খসড়া সংবিধান সম্পর্কে দলটির প্রতিবাদ সভার বিজ্ঞপ্তি বক্স করে ১৯৫৬ সালের ৬ জানুয়ারি প্রকাশ করে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে পরদিন ৭ জানুয়ারি সংবিধান সম্পর্কে পত্রিকাটি নিজস্ব মতামত জানিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করে। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাজস্ব, আয়, চাকুরি ইত্যাদি বিভিন্ন বৈষম্য তুলে ধরা হয়।[২১] খসড়া সংবিধানকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে ১০ জানুয়ারি *ইত্তেফাক* প্রথম পাতায় একটি দীর্ঘ মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে স্বাধীনতার আট বছরেও পরিপূর্ণ সংবিধান প্রণয়ন করতে না পারার সমালোচনা করে মন্তব্য করা হয়, "...মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী আর একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রকাশ করা হইল। ... কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরি পূর্বেকার তিন তিনটি খসড়া যে পথে গিয়াছে বর্তমানের খসড়াটি সেই পথে যাইতে বাধ্য"।[২২] পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই মন্তব্য প্রতিবেদনে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় পরোক্ষভাবে কৃষক শ্রমিক পার্টির সমালোচনা করা হয়। *ইত্তেফাক*-এর ধর্মনিরপেক্ষ

চরিত্রের প্রকাশ পাওয়া যায় এই লেখায়। আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্রিকা হিসেবে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে পত্রিকাটি যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কৌশল হিসেবে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপিত হয়। শাসনতন্ত্রে ইসলামি ধারাগুলোর কারণে মুসলিম লীগ এবং দলটির মুখপত্র *আজাদ* এবং *মর্নিং নিউজ* সন্তোষ প্রকাশ করায় *ইত্তেফাক* সেটির সমালোচনা করে বলে:

> ... গত নির্বাচনে এই সাইনবোর্ড সম্বল করিয়া মুসলিম লীগ নির্বাচনী মাঠে নামিয়া কি ভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষদর্শী হইয়াও যাদের শিক্ষা হয় নাই তাদের দৃষ্টির উন্মেষ করিতে চাহিলেও কোন লাভ নাই জানি, কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাহাদের এজেন্টরা যদি মনে করিয়া থাকে যে, পবিত্র ইসলামের নামোচ্চারণ করিলেই তাহাদের গত সাত বৎসরের পাপ ঢাকা পড়িয়া যাইবে বা জনসাধারণ তদ্বারা এতটুকু বিভ্রান্ত হইবে, তাহা হইলে অচিরেই তাহাদের সেই ভুল ধারণা ভাঙ্গিবে।[২৩]

সংবিধানের প্রতি *ইত্তেফাক*-এর এই নীতি তার ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রের প্রকাশ হলেও এর সাথে দলীয় আনুগত্যের প্রশ্নটিও যুক্ত ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সংবিধান প্রণীত হবার পরও *ইত্তেফাক* কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার সমালোচনা অব্যাহত রাখে। ১৯৫৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বের হওয়া ভুখামিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের তীব্র সমালোচনা করে পত্রিকাটি। মূলত আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবেই পত্রিকাটি এই সমালোচনামূলক নীতি গ্রহণ করে। কারণ এর পরপরই কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে *ইত্তেফাক* বিষয়টিকে অভিনন্দিত করে। এটিকে স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের "নব অরুণোদয়" হিসেবে উল্লেখ করে পত্রিকাটি শিরোনাম করে– "পাকিস্তানের তিমিরাচ্ছন্ন রাজনৈতিক দিক চক্রবালে নূতন আশার আলোকচ্ছটা"।[২৪]

এ সময় পত্রিকাটি সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্য ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করে। স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে মতবিরোধ থেকে বামপন্থি ও অন্যান্য নেতারা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে ন্যাপ গঠন করলে *ইত্তেফাক* বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে এর সমালোচনা করে। তবে ন্যাপ বিরোধিতা থেকেই ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষণ বন্ধ করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন *ইত্তেফাক* সেটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়।

৫.২ *সংবাদ*

ইত্তেফাক-এর মত *সংবাদ* খসড়া সংবিধানের বিরোধিতা করে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *সংবাদ* মূলত খসড়া সংবিধানে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য এবং এর অগণতান্ত্রিক চরিত্রকে সামনে তুলে ধরে। পাশাপাশি পত্রিকাটি এক ইউনিট প্রথা বাতিল ও যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান তুলে ধরে। সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন বিরোধী দলীয় এমএলএ। ১৯৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী পল্টনের জনসভায়

খসড়া সংবিধানের সমালোচনা করে এটিকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্র যদি পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি না মানে তবে আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে হতে পারে। ভাসানীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে *সংবাদ* পরদিন অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি "খসড়া শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের নির্যাতিত জনসাধারণকে শৃঙ্খলিত করার এক মহাষড়যন্ত্র" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী খসড়া সংবিধানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলে ১৬ জানুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে তার সমালোচনা করে বলা হয়, "...তবে যে কোন কৈফিয়তই দেননা কেন জনাব চৌধুরী সাহেব এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক বলিয়া বিশ্বাস করাইতে পারিবেন না"।[২৫] কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হক সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম হওয়ায় খসড়া সংবিধানের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ফজলুল হকের সমালোচনার বিষয়টিও সামনে চলে আসে। এ বিষয়ে ২৪ জানুয়ারি পত্রিকাটি প্রথম পৃষ্ঠায় দুটো প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পত্রিকাটি একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম করে, "যুক্তফ্রন্ট নেতা জনাব ফজলুল হক কর্তৃক পূর্ববঙ্গবাসীর প্রাণের দাবি পদদলিত"। একইদিন পত্রিকাটি খসড়া সংবিধানকে "অগণতান্ত্রিক ও পূর্ব বাংলার প্রতি অবিচারমূলক" আখ্যায়িত করে *সংবাদ* শিরোনাম করে।

খসড়া সংবিধানের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের মনোভাব তুলে ধরে সচেতনতার বিস্তারেও *সংবাদ* মুখ্য ভূমিকা রাখে। ১৯৫৬ সালের ২৭ জানুয়ারি পত্রিকাটি সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করে, "...যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ইতোপূর্বে দোষত্রুটি সত্ত্বেও ইহাকে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহারাও সজাগ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদের কশাঘাত হানিতে শুরু করিয়াছেন"।[২৬] এভাবে *সংবাদ* প্রায় প্রতিদিনই খসড়া সংবিধানের বিরোধিতা করে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করার মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক ও বাঙালি স্বার্থ বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৫.৩ *আজাদ*

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের খসড়া সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় *আজাদ*। যদিও পত্রিকাটির মালিক মওলানা আকরম খাঁ এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন কিন্তু *আজাদ* কমিটির প্রতিবেদনের সমালোচনা করে পরপর কয়েকদিন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে ১৯৫০ সালের ৪ অক্টোবর *আজাদ* মন্তব্য করে যে, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হবে।[২৭] ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়নের আগে থেকেই *আজাদ* সম্পাদকীয়তে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে। কিন্তু পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত সংবিধানের ধর্মীয় দিকটিকেই সমর্থন করে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৫৪ সালের ২৪ এপ্রিল একটি সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "বস্তুত: দেশে অতঃপর

সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান থাকিবে না অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কায়েম হইবে, পাকিস্তানীরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে"।[২৮] এই সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি স্বীকার করে নিয়েছে যে, তখন পর্যন্ত পাকিস্তানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব ছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙ্গনে তৎপর হয়। যুক্তফ্রন্টভুক্ত দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য বিষয়টিকে সহজ করে। দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে *আজাদ* মুসলিম লীগের সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিয়ে একাধিক সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকাটি ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রদেশের উপর গভর্নরের শাসন জারিকে সমর্থন করে। ১৯৫৪ সালের ২ জুলাই এ. কে. ফজলুল হকের বিচার দাবি করে পত্রিকাটি একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারকে সমর্থন করে বলা হয়:

> ...৯২(ক) ধারার প্রবর্ত্তন সাধারণ অবস্থায় কাম্য না হইলেও অবস্থা বিশেষে এরূপ কঠোর অবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে। ...কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ৯২(ক) ধারা প্রবর্ত্তনের মত চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।[২৯]

পত্রিকাটি আওয়ামী লীগ থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেওয়াকে নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। এভাবে কেবলমাত্র দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি ব্যাহত করতে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের সকল কাজের বৈধতা দেয়। পাশাপাশি পরোক্ষভাবে পত্রিকাটি প্রদেশের উপর কেন্দ্রের আধিপত্যের বিষয়টিও মেনে নেয়। সংবাদ প্রকাশের ধরন থেকে স্পষ্ট যে, *আজাদ* সংবিধান বিষয়ে মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে। *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সংবিধানের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। ঢাকায় সংবিধান কমিশনের সাথে এক বৈঠকে তিনি যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের প্রতি জোর দেন। ফলে *আজাদ* কর্তৃপক্ষের সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি।[৩০] মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা হলেও *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন আওয়ামী লীগের যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন করেন। দীর্ঘদিন পরে হলেও সংবিধান প্রণয়ন করার বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়ে ১৯৫৬ সালের ১০ জানুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* পূর্ব বাংলার জনগণের মৌলিক দাবি মেটানোর বিষয়ে যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতা এবং পূর্ব বাংলার ওপর রেলওয়ের ঘাটতি বোঝা চাপানোর সমালোচনা করলেও ভালো-মন্দের বিচারে সংবিধানটি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা প্রকাশ করে। জনগণের কাছে সংবিধানের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পত্রিকাটি মধ্যবর্তী অবস্থান নিলেও শাসনতন্ত্রের ধর্মীয় দিকটিকে সমর্থন করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। সম্পাদকীয় কলামে উল্লেখ করা হয়:

> প্রস্তাবিত খসড়ায় বাতিল গণপরিষদের নৈতিক বিজয় ও জনদাবীর স্বীকৃতি সর্বত্র না হইলেও মাঝে মাঝে রহিয়াছে। উক্ত খসড়ায় এসলামী দিকটিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা

> একথা বলিতেছি।... পূর্ব্ববর্ত্তী মোছলেম লীগ, অন্তর্ব্বর্ত্তী আওয়ামী লীগ এবং বর্তমানের যুক্তলীগ-আলীগ নেতারা একটা জিনিসকে সবসময়ই আঁকড়াইয়া থাকিতে চান, তা হইল গদী এবং তাঁরা একটা নীতিতেই বিশ্বাস করেন, তা হইল ক্ষমতার রাজনীতি।[৩১]

আজাদ খসড়া সংবিধানকে কেন্দ্র করে ভারত বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। আবু হোসেন সরকার ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সভায় তৃতীয় পক্ষের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টির বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানালে *আজাদ* তার সমালোচনা করে এবং হিন্দুদের উত্থাপিত সকল অভিযোগকে কাল্পনিক বলে অভিহিত করে। একই সম্পাদকীয়তে কলকাতার *অমৃতবাজার পত্রিকা* হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতন সমস্যার সমাধান করতে না পারায় পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করার প্রেক্ষিতে *আজাদ* *অমৃতবাজার পত্রিকা*'র সমালোচনা করে।

মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা হিসেবে *আজাদ* পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি সরাসরি স্বীকার না করলেও খসড়া সংবিধানকে সামনে রেখে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* স্বীকার করে নেয় যে, ভাষার ব্যবধান পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক ব্যবধানকে আরও বড় করে তুলেছে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুর কিছু কিছু চর্চা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলার চর্চা একেবারেই হয় না। এই সমস্যা দূর করতে *আজাদ* ঢাকাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী এবং উভয় অংশে উর্দু বা বাংলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করে।[৩২] তবে বৈপরীত্য হলো এই সম্পাদকীয়তে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো অভিযোগ নেই বলে দাবি করলেও *আজাদ* সব সময় সংবিধানের ইসলামি দিকটিকেই সমর্থন করেছে। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের পর *আজাদ* সেটি বাস্তবায়নেও একাধিক সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এসব প্রতিবেদনেও *আজাদ*-এর সাম্প্রদায়িক দিকটি প্রকাশিত হয়। যেমন- শাসন ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করে ১৯৫৬ সালের ৩০ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* পাকিস্তানকে একটি ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি জোর দিয়ে বলে:

> শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের কথা বলিতে আমরা কোন বিভাগ বিলুপ্তিকরণ বা একাধিক বিভাগের সংযুক্তি বা এখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস বা ওখানে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলিতেছি না... দেশের শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে পূর্ব্বতন রূপে নাকি ইহাকে নূতনভাবে প্রকৃত এসলামী গণতান্ত্রিকরূপে গড়িয়া তোলা হইবে তাহ স্থির করা প্রয়োজন। ... এইভাবে শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিলে পাকিস্তান প্রকৃত এসলামী জমহুরিয়াতের পথে অগ্রসর হইবে।... বিশ্বে এসলামী জমহুরিয়ার আদর্শ স্থাপন করিয়া পাকিস্তান এক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।[৩৩]

এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ এপ্রিল প্রকাশিত অপর সম্পাদকীয়তে নতুন শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি করে পত্রিকাটি।[৩৪] সুতরাং *আজাদ* কেবলমাত্র

পাকিস্তানের মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বিবেচনা করে এই সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সাংবিধানিকভাবে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি *আজাদ* বিবেচনায় আনেনি।

৫.৪ *মর্নিং নিউজ*

মুসলিম লীগের অপর সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* কেএসপি'র পক্ষে অবস্থান নেয় এবং খসড়া সংবিধানকে পরিপূর্ণ সমর্থন দেয়। বিশেষ করে সংবিধানের ইসলামি দিকটিকে সমর্থন দিয়ে পত্রিকাটি *আজাদ*-এর মতই সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিফলন ঘটায়। খসড়া সংবিধানে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষা করা হলেও *মর্নিং নিউজ* বিষয়টিকে এড়িয়ে যায় এবং প্রদেশগুলোর জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণাকে স্বাগত জানায়। খসড়া সংবিধানকে সমর্থন জানিয়ে *মর্নিং নিউজ* ১৯৫৬ সালের ১১ জানুয়ারি একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে জনগণকে এই সংবিধান সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয় সংবিধানে ইসলামি বৈশিষ্ট্য, জনগণের স্বার্থ ও নিরাপত্তা মৌলিক অধিকার এবং কথা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়েছে। পত্রিকাটি উল্লেখ করে, "The draft constitution, we feel, desire well of the country, it should have the country's support."[৩৫] যদিও পত্রিকাটি বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে দাবি করে যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে জনগণের স্বার্থ ও নিরাপত্তা প্রতিফলিত হয়েছে এবং এতে জনগণের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালের খসড়া সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অস্বীকার করা হয়। পাশাপাশি প্রথম থেকেই সংবিধানের চরিত্র ছিল অনেকটাই সাম্প্রদায়িক। আওয়ামী লীগ ও মওলানা ভাসানীর মত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* এর মত বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্রিকা খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন অংশ পরিবর্তনের সুপারিশ করলেও খুব বেশি পরিবর্তন ছাড়াই সংবিধান পাশ করায় *মর্নিং নিউজ* তার সন্তোষ্টি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেনি। পত্রিকাটির সংবিধান সম্পর্কিত কিছু কিছু বক্তব্য ছিল স্ববিরোধী। এটি একদিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বললেও পরবর্তীতে স্বীকার করে নেয় যে, অন্তত পক্ষে শক্তিশালী কেন্দ্র গঠিত না হলেও এ ধারণাকে শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে বিবেচনা করেছে যা পত্রিকাটির দৃষ্টিতে ছিল ইতিবাচক। পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরির পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বাস্তবতা সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলো নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করত। সংবিধান পাশ করার বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থন প্রয়োজন ছিল বলে বিষয়টি তেমনভাবে সামনে আসেনি। তবে সংবিধান পাশের পরেই বিভিন্ন ইস্যুতে *মর্নিং নিউজ* যুক্তফ্রন্ট সরকারের

সমালোচনা করতে থাকে। ১৯৫৬ সালের পর থেকে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত পত্রিকাটি বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে। এ পর্যায়েও স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে পত্রিকাটি প্রাদেশিকতা বলে সমালোচনা করে। পত্রিকাটির আওয়ামী লীগ বিরোধী নীতি থেকেই দেখা যায় যে, ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নতুন দল গঠন করলে *মর্নিং নিউজ* এটিকে সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও পাকিস্তানের উভয় অংশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে।

৫.৫ *পাকিস্তান অবজারভার*

পাকিস্তান অবজারভার প্রাথমিক পর্যায়ে সংবিধানের খসড়া মূলনীতির বিরোধী ছিল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনার লক্ষ্যে খসড়া মূলনীতি ঘোষণা করেন যেখানে একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং পৃথক নির্বাচনের মত বিতর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজ এর বিরুদ্ধে সচেতন হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের কামরুদ্দীন আহম্মদ এবং আতাউর রহমান খান, আর বিষয়টিকে সর্বাত্মক সমর্থন দেয় *পাকিস্তান অবজারভার*।

মূলনীতি কমিটির প্রস্তাবিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে গঠন করা হয়– "Committee of Action for Democratic Federation"। আবদুস সালাম (*পাকিস্তান অবজারভার*), মোহাম্মাদ মহিউদ্দিন ও মোহাম্মদ ইদ্রিস (*ইনসাফ*), তফাজ্জল হোসেন (*সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*) প্রমুখ এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার অফিস ছিল এর অস্থায়ী কার্যালয়। ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকায় একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়। তাছাড়া ফেডারেশন সরকারি প্রতিবেদনের পাল্টা আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৩৬] তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে পত্রিকাটির নীতিতেও পরিবর্তন আসে। *পাকিস্তান অবজারভার* এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং খসড়া সংবিধানকে সমর্থন করে। তবে বিষয়টি অনেকাংশেই ছিল রাজনৈতিক মেরুকরণ ও ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সম্পর্কিত। জন কালাহান ফজলুল হকের বক্তব্য বিকৃত করে প্রকাশ করায় ১৯৫৪ সালের ২৬ মে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে তিনি এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে অবশ্যই পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত অংশ হতে হবে এবং এটিই তাদের আদর্শ। এই আদর্শ রক্ষায় তারা প্রয়োজনে লড়াই করবেন। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর মতে মুসলিম লীগ সরকার সব সময়ই *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সমর্থন পেয়ে এসেছে। এ বিষয়ে *পাকিস্তান অবজারভার* ১৯৫৪ সালের ২৬ মে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের ২৯ মে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ফজলুল হক মন্ত্রীসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি

করলে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকা বিষয়টিকে সমর্থন করে। ৩১ মে পত্রিকাটি এ বিষয়ে মন্তব্য করে:

> Where as Governor General is satisfied that a Grave Emergency exists and theeby the security of East Bengal is threatened and that a situation has arisen in which the Government of East Pakistan Can't be carried on the accordance with the provisions of Government of India Act of 1935.[৩৭]

তবে পরবর্তী কয়েকদিন পত্রিকাটি জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার ও দমনপীড়নের শিকার হওয়া যুক্তফ্রন্ট নেতা-কর্মীদের নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর ১৯৫৪ সালের ১-১৫ জুনের সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনের পর প্রায় ১৬'শ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। পত্রিকাটি ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে অবস্থা নেয়। অর্থাৎ পত্রিকাটি প্রদেশের উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে পত্রিকাটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে তেমন জোরালো ভূমিকা রাখেনি। ১ জুন পত্রিকাটি একটি প্রতিবেদনে জন-অসন্তোষ বিষয়ে মন্তব্য করে যে প্রদেশে ৯২(ক) ধারা জারির পর থেকেই শহরের সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশা বিরাজ করছে। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম পরিবর্তন করে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেওয়ায় *পাকিস্তান অবজারভার* সিদ্ধান্তটিকে ইতিবাচক হিসেবে মূল্যায়ন করে। ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল, "Awami League open to non-Muslims non-denomination move accepted by overall majority."। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সংবিধানের সাম্প্রদায়িক দিকটি নিয়ে পত্রিকাটি তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। পত্রিকাটি সরাসরি পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা নিয়ে কোনো অবস্থান নেয়নি। ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ফজলুল হক পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন এবং তার দল খসড়া সংবিধানকে সমর্থন করলে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিও কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতি পরিবর্তিত হয়। আওয়ামী লীগের প্রতি বিরোধিতা থেকেই ন্যাপভিত্তিক সর্বদলীয় যুক্ত নির্বাচন সংগ্রাম পরিষদে যোগ দেন পত্রিকাটির সম্পাদক আবদুস সালাম। পত্রিকাটির এই নীতি ছিল এর মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের অন্যতম। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে পত্রিকাটি নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শকে গুরুত্ব দেয়।

৫.৬ অন্যান্য - *মিল্লাত*, *ইত্তেহাদ (ভাসানী)*, *ইনসাফ*

১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়ন করার সময় *মিল্লাত* পত্রিকার মালিক ছিলেন কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ফলে পত্রিকাটি সার্বিক ভাবে খসড়া সংবিধানকে সমর্থন করে। তবে পরবর্তী সময় পত্রিকাটির মালিকানা হস্তান্তর হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কাছে এবং এ সময় পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক।

এ সময় পত্রিকাটির সংবাদ প্রকাশের ধরন ছিল অনেকাংশেই *ইত্তেফাক*-এর সাথে সমান্তরাল।[৩৮]

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত *ইত্তেহাদ* মূলত ন্যাপ-এর মুখপত্র হিসাবে ভূমিকা রাখে। পত্রিকাটি "আওয়ামী মুসলিম লীগ" থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেওয়ার যেমন প্রশংসা করে তেমনি খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ধারার বিপক্ষেও প্রচারণা চালায়। পাশাপাশি পত্রিকাটির অনেক সংবাদ ছিল সাংবাদিকতার নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত। এ প্রেক্ষিতে *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদক আবদুস সালাম ও প্রকাশক হামিদুল হক চৌধুরীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেও *ইত্তেহাদ* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। যেমন– ১৯৫৬ সালের ২৭ অক্টোবর "বর্ণচোরা গৃহশত্রু" শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক ও সম্পাদককে পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে বিতাড়িত বলে উল্লেখ করা হয়। আবদুস সালাম এবং হামিদুল হক চৌধুরী খসড়া সংবিধানের সমর্থক ছিলেন।

ইনসাফ পাকিস্তানের সংবিধান রচনার মূলনীতির খসড়া তৈরির জন্য গঠিত মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদনের বিরোধিতা করে। পত্রিকাটি মুলনীতি কমিটির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পাকিস্তান আমলে বিশেষত ১৯৬০ এর দশকে কে. জি. মোস্তফা, এ. বি. এম. মুসা, মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখের মত প্রগতিশীল সাংবাদিকতার সাথে জড়িত অনেকেই পত্রিকাটিতে কর্মরত থাকায় এ ধরনের নীতি ছিল অনেকটাই প্রত্যাশিত। ফলে তৎকালীন সরকার বিভিন্নভাবে পত্রিকাটির ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

মূল্যায়ন

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো, স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করেন। এ চেতনা কালক্রমে সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের হাত দিয়ে রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়ে পরিস্ফুট আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণাম বাঙালি জাতীয়তাবোধের পথে উত্তীর্ণ, যা পরিশেষে ১৯৭১ সালে ভূখণ্ড চেতনার বিকাশ নিশ্চিত করেছে। পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯৫৪-৫৮ পর্যন্ত সময়টি ছিল ঘটনাবহুল। এসময় ক্ষমতার বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন সমঝোতা হয়েছে তেমনি দলাদলি ভাঙ্গন ইত্যাদি ঘটনাও ঘটেছে। এসব রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তন বাঙালি জনগণের মধ্যে পৃথক জাতিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তৈরিতে ভূমিকা রাখে যেটির ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে জনগণকে আরও সচেতন করে তোলা, বিভিন্ন ভাবে জনমত সংগঠন করার বিষয়টি সম্ভব হচ্ছিল না। এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতেও লক্ষ করা যায়। ঢাকা থেকে

প্রকাশিত পত্রিকাগুলো যতটা না সাংবাদিকতার নীতি ও সততার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি পরিচালিত হয়েছে রাজনৈতিক নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রভাবে। আওয়ামী লীগের একাংশের সমর্থক *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *ইত্তেহাদ* (ভাসানী), *ইনসাফ* খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ধারার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। সংবিধানের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয় কেএসপি'র সমর্থক *পাকিস্তান অবজারভার*। *মিল্লাত* কেএসপি'র সমর্থক থেকে মালিকানা পরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ সমর্থক *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* সংবিধানের ধর্মীয় দিকটিকে সমর্থন দেয়। পত্রিকা দুটো এ সময় প্রচার করে যে সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে। ধর্মীয় বিষয় বাদে *আজাদ* পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, পূর্ব বাংলার উপর রেলওয়ের ঘাটতি বোঝা চাপানো প্রভৃতি বিষয়ের সমালোচনা করলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিষয়টি সরাসরি স্বীকার করেনি। *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* সংবিধানের ধর্মীয় দিকটিকে সমর্থন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এর আগে কেবলমাত্র দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকেই মেনে নেয়।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ছিল পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়া বিকাশের পথে একটি বাধা। এখানকার উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি এই কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় তার নিজস্ব বিকাশের স্বার্থেই। ফলে বাঙালির মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় সংগঠিত এখানকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি সমন্বিত রূপ পায় জনগণ এবং এই বিকাশকামী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থের মাধ্যমে। তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন এই বিকাশকামী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিরই প্রতিভূ এবং তাদের পত্রিকা *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* ছিল এই শ্রেণিরই অঘোষিত মুখপত্র। ফলে ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে পত্রিকা দুটো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বিভিন্ন ধর্মীয় ধারার বিরোধিতা করার মাধ্যমে *ইত্তেফাক* বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। তবে কৃষক শ্রমিক পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে বলা যায় আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে *ইত্তেফাক*-এর এই অবস্থান গ্রহণে দলীয় আদর্শ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ ধারণা আরও শক্ত ভিত্তি পায় কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর পররাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন ও ভাসানীর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে। একইভাবে বলা যায়, *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সাথে জড়িত হওয়ায় এবং *মিল্লাত*-এর মালিক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা হওয়ায় পত্রিকাদ্বয় খসড়া সংবিধানকে সমর্থন জানায়।

১৯৫৬ সালের সংবিধানকে কেন্দ্র করে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে বলা যায় আক্ষরিক অর্থেই পত্রিকাগুলো মূল ঘটনাকে আড়াল করে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ থেকেই বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করে। রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে পত্রিকাগুলোর এই বিভক্তি নিঃসন্দেহে জাতীয় অনৈক্যের পরিচায়ক যা পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ সালে অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতায় আরোহনের পথ সুগম করে। এভাবে সংসদীয় রাজনীতির সূচনালগ্নে রাজনৈতিক আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে ঢাকার পত্রিকাগুলো গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সার্বিকভাবে বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরির প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণকে আরও সচেতন করে তোলা এবং বিভিন্ন ভাবে জনমত গড়ে তোলার বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হয়। এর সমান্তরালে ঢাকার প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকাগুলোও সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় জনমত গঠনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। সাধারণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থের বাইরে জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা পরিচালিত না হওয়ায় ১৯৫৬ সালের খসড়া সংবিধানকে কেন্দ্র করে একটি গঠনমূলক ভূমিকা রাখা ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। ফলে ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রের সূচনা ঘটে সেটি একটি সাংবিধানিক ভিত্তি পায়। পাশাপাশি জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্নভাবে শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হলেও এসব বৈষম্যের অবসান এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলো ব্যর্থ হয়। এভাবে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য, পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করতে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার ব্যর্থতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারির পথ সুগম করেছিল।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ মাহমুদউল্লাহ (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র*, *প্রথম* খণ্ড, (ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯), ৬৫।

২ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮), (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮২), ৪২।

৩ মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, (ঢাকা: সময়, ১৯৯৯), ৪০-৪৩।

৪ *The New York Times*, 23 May 1954.

৫ Keith Callard, *Pakistan- A Political Study*, (London: George Allen and Unwin Ltd. 1958), 86.

৬ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, ৬৪-৭০।

৭ মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২), ৪০-৪১।

৮ এম. আর. আখতার মুকুল, "চার দশকের স্মৃতি", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জানুয়ারি ১৯৯৩।

৯ মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২), ১৭৮।

১০ "আজাদের আত্মনিবেদন", সম্পাদকীয়, *দৈনিক আজাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬।

১১ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবু কালাম শামসুদ্দীন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩), ২৮-২৯।

১২ সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), ৪১।

১৩ ধর, *প্রাগুক্ত*, ৪২-৪৩।

১৪ জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০), ১৭২।

১৫ ধর, *প্রাগুক্ত*, ৭০।

১৬ ধর, *প্রাগুক্ত*, ৪০।

১৭ হায়দার, *প্রাগুক্ত*, ১১৯।

১৮ *ঐ*, ১৩২।

১৯ *ঐ*, ১২১।

২০ তফাজ্জল হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ নভেম্বর ১৯৫৪।

২১ "শাসনতন্ত্র ও আমরা কি চাই", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জানুয়ারি ১৯৫৬।

২২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জানুয়ারি ১৯৫৬।

২৩ *ঐ*।

২৪ *ঐ*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

২৫ "জনাব হামিদুল হকের সাফাই", *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৫৬।

২৬ "জনগণের প্রতিক্রিয়া", *ঐ*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৫৬।

২৭ *দৈনিক আজাদ*, ৪ অক্টোবর ১৯৫০।

২৮ "সাম্প্রদায়িক বনাম অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি", *ঐ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৫৪।

২৯ "প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ", *ঐ*, ২ জুলাই ১৯৫৪।

৩০ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, (ঢাকা:খোশরোজ পাবলিকেশনস লিমিটেড, ১৯৬৮), ২৭৩।

৩১ "শাসনতন্ত্রের খসড়া", *দৈনিক আজাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৫৬।

৩২ "ঐক্য ও অনৈক্য", *ঐ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।

৩৩ "শাসন ব্যবস্থার সংস্কার", *ঐ*, ৩০ মাচ ১৯৫৬।

৩৪ "গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র", *ঐ*, ৩০ এপ্রিল ১৯৫৬।

৩৫ *Morning News*, 11 January 1956.

৩৬ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, ১৬০-১৬১।

৩৭ "A Grave Emergency Exists", *Pakistan* Observer, 31 May 1954.

৩৮ ধর, *প্রাগুক্ত*, ৫৭।